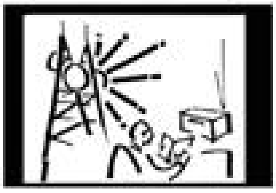

বেতার শ্রোতা ও পাঠকের পাতা

সম্পাদক

শুরুতেই রইলো বেতার বাংলার প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা। আমি একজন বেতার বাংলার গ্রাহক, আমার গ্রাহক নং ২৮২। প্রসঙ্গ হলো শহরতলিতে বসে বেতার শুনতে না পাওয়া। এর পূর্বে যখন বেতার শুনতে পেতাম খুব আনন্দ পেতাম, এখন কেন শুনতে পাইনা। বেতার শুধু গ্রামের শ্রোতার জন্য। এ ব্যপারটা নিয়ে কেহ হয়তো ভাবছে না। আমার বিশ্বাস, এর পূর্বেও এ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল, হয়তো বা ঊর্ধ্বতন মহলে লেখাটি যায়নি।

তাই বলব, বাংলাদেশ বেতার ও আঞ্চলিক কেন্দ্রের ভয়েজগুলো সবার দ্বার দুয়ারে পৌঁছে দেয়ার জন্য মহাপরিচালক এর কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ।

মায়ের ভাষা

জিন্নাহ যখন ঘোষণা দিল উর্দু হবে রাষ্ট্র-ভাষা
তখন দেখি পন্ড হল বাংলার মানুষের আশা
বাংলার মানুষ বলল, না না হবেনা
বাংলা হবে রাষ্ট্রভাষা, তাছাড়া চলবে না,
যখন দিয়ে ছিল ১৪৪ ধারা,
বাংলার মানুষ মানেনি তাদের কথা,
প্রাণ দিল বাংলার মায়ের দামাল ছেলেরা,
বিনিময় পেয়েছি আমরা সবাই রাষ্ট্রভাষা বাংলা,
ততদিন থাকবে বাংলা মায়ের বাংলা ভাষা
যার ডাকে প্রাণ দিল দামাল ছেলেরা
স্বর্ণ অক্ষরে লেখা থাকবে
শেখ মুজিবুর রহমান, জাতির পিতা

বরুণ কর্মকার (শোভন)
গ্রাহক নং-২৮২
রাজলক্ষী জুয়েলার্স, কাটপট্টি রোড
মেট্রোসিটি, বরিশাল-৮২০০

আমার মা

এই ভুবনে মা যে আমার
সবচেয়ে প্রিয়জন,
মায়ের জন্য ব্যাকুল আমি
মন যে কাঁদে সারাক্ষণ।
এই ভুবনে মা যে আমার
আধার ঘরের আলো
রোগ বিছানায় মায়ের সেবায়
হই যে আমি ভালো।
এই ভুবনে মা যে আমার
জীবন চলার সাথী,
মার কারণেই আমার মনে
জ্বলছে জ্ঞানের বাতি।
এই ভুবনে মা যে আমার
শ্রেষ্ঠ নিয়ামত।
মায়ের ওপর ঝরাও খোদা
অশেষ রহমত।

মো. কামাল মির্জা
শহীদ রফিক বেতার শ্রোতা সংঘ
ধূল্যা, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

আমার সালাম ও শুভেচ্ছা নিন। বেতার বাংলার পৌষ-মাঘ সংখ্যাটি আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে। তাছাড়া বাংলাদেশ বেতারের প্রতিটি অনুষ্ঠান আমার কাছে ভালো লাগে। সেই হেতু আপনার সুদৃষ্টি কামনা করছি, আমি নিয়মিত কবিতা লিখি এবং আমার নিজের লেখা বেশ কিছু কবিতা জমা আছে। তার থেকে একটি কবিতা পাঠালাম। প্রতীক্ষা শীর্ষক কবিতাটি বেতার বাংলায় প্রকাশের উপযোগী হলে দয়া করে প্রকাশ করার জন্য আপনার সমীপে বিনীত অনুরোধ করছি।

মেহেদী পাতার মতো

আজ শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি
জীবন মরিচীকার মত ঝরে ঝরে পরেছে।
হাজারও জীবনের বিনিময়ে, সুন্দর একটি দেশ
মাকে তারা উপহার দিয়েছে
মৌমাছির জাগরণে পেয়েছি, এত সুন্দর
মায়ের মত দেশ।
সুখ দুঃখ পাশে রেখে, বিদ্রোহী
সবাইকে স্মরণে রাখতে চাই বেশ।
মেহেদী পাতার মত রাজ পথে,
বয়েছে কত স্রোত ধারায় রক্ত।

মো. জাকারিয়া পারভেজ
সভাপতি, স্বপ্নের ভালাবাসা বেতার শ্রোতা সংঘ
আড়পাড়া, চরসেলামতপুর, মাগুরা

পত্রের শুরুতেই শহীদ রফিক বেতার শ্রোতা সংঘের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় খুব ভাল আছেন।

আমি বেতার বাংলার সদস্য ও পাঠক। দীর্ঘদিনব্যাপী আমি বেতার বাংলা পড়ে আসছি। ইদানিং বেতার বাংলা পড়তে খুব একটা ভাল লাগে না। দ্বি-মাসিক পত্রিকা হওয়া সত্বেও গল্প, প্রতিবেদন তুলনামূলকভাবে খুবই কম।

যা পাঠক মহলে মোটেও সন্তোষজনক নয়। এর পরিবর্তন আনা আশু প্রয়োজন। পাঠকদেরকে অধিকতর মূল্যায়ন করে ‘পাঠকের পাতা’ এর পাশা-পাশি আরও নতুন নতুন বিভাগ চালু করা প্রয়োজন। এমন বিভাগ চালু করতে হবে যেখানে পাঠক আনন্দ পাওয়ার পাশা-পাশি নতুন কিছু শিখতে পারবে। সেক্ষেত্রে ‘কুইজ’ বিভাগ চালু করার দাবি রাখা অযৌক্তিক নয়।

তাই বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখার জন্য বেতার বাংলার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. সজীব তালুকদার
শহীদ রফিক বেতার শ্রোতা সংঘ
বাছট, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

প্রিয় বাংলাদেশ

অপরূপ বাংলাদেশ
সুন্দর সুন্দর গ্রাম
মাঠ ঘাট নদী নালা
আছে অনেক নাম
শিমুল কৃষ্ণচুড়া
কতফুলের ঘ্রাণ
দারুণ লাগে
জুড়ায় প্রাণ
পাখির কলতানে
এদেশ মুখরিত
বসন্তের সুবাসে
হৃদয়ে জড়িত

ডা. এস.এম.এ হান্নান
সম্পাদক পাছশুয়াইল রেডিও শ্রোতা ক্লাব
ডাক: হরিপুর, উপজেলা: চাটমোহর
জেলা: পাবনা-৬৬৩০

যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, চারদিকে শুধু আঁধার। আঁধারের মাঝে যদি আকাশে চাঁদ উঠে সব অন্ধকার হার মেনে সেই আলোতে প্লাবিত হয় পৃথিবী। তেমনি বেতার বাংলা ও বাংলাদেশ বেতার সকল মিথ্যা, অন্যায় দূরীভূত করে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার যে সুমহান দায়িত্ব স্বার্থকতার সাথে পালন করে যাচ্ছে এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন।

বেতার বাংলা পত্রিকার গ্রাহক হবার পর যতগুলো সংখ্যা হাতে পেয়েছি তার প্রতিটি সংখ্যাই পূর্বেরটি হতে সমৃদ্ধ। সেই ধারাবাহিকতায় ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যাটি তথ্যবহুল রচনায় সমৃদ্ধ। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের তথ্যবহুল সেক্টর বিবরণী বেতারে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের প্রেক্ষাপট, কবীর স্যারের প্রবন্ধ, ড. মোহাম্মদ হান্নান এর প্রবন্ধ ও রফিকুর রশিদের গল্প ভাল লেগেছে। সংক্ষেপে বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলের অবদান ও সরকারের তিন বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র সংখ্যাটিকে করেছে স্বতন্ত্র।

বেতার বাংলা তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে এবং লক্ষ বেতার শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে জাতীয়

জীবনে অবদান রাখবে এই শুভ কামনায় বেতার প্রকাশনা দপ্তরের সবাইকে অগ্রিম বাংলা নববর্ষ ১৪১৯ শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

কাজী আব্দুস সবুর
সভাপতি, কাজী বেতার শ্রোতা সংঘ
কাঞ্চনপুর, ঝিনাইদহ

আস্‌সালামু আলাইকুম। শুভেচ্ছা নিবেন। আমি একজন বেতারের ভক্ত শ্রোতা ও বেতার বাংলার নিয়মিত পাঠক। ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জার্মান সংস্কৃতি কেন্দ্রে ডয়েসেভেলের শ্রোতা সম্মেলনে গিয়েছিলাম। পরের দিন বেশ কজন শ্রোতা আমি রাসেল শিকদার মুনসি আফজালুর রহমান ও সোহাগ বেপারী বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র পরিদর্শন করার সুযোগ হয়েছিল। বেতার প্রকাশনা দপ্তর পরিদর্শন শেষে বেতারে কর্মরত বিভিন্ন কর্মকর্তা মহোদয় এর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল।

এজন্য আমরা দারুণ খুশি। কেন্দ্রে আলাদা আলাদা অনুষ্ঠানের অফিস দেখে মন ভরে যায়। গত সংখ্যা বেতার বাংলায়- ড. মুহাম্মদ হান্নানের লেখাটি পড়ে দারুণ লেগেছে। এজন্য উনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। পরিশেষে বেতার বাংলার আরও উৎকর্ষ লাভ করুক। এ প্রত্যাশায়।

ডা. এস.এম.এ. হান্নান
সম্পাদক, পাছগুয়াইল রেডিও শ্রোতা ক্লাব
ডাকঘর: হরিপুর, উপজেলা: চাটমোহর
জেলা: পাবনা

সবজি বৃত্তান্ত

আজকাল সকলের অগোচরে যে রোগটি তে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি ক্রমেই বাড়ছে তা হলো হৃদরোগ। মাত্রাতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণই যে এই রোগের মূল কারণ সে বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না বলে আশা করি। এতো গেল মাংসের কথা, এবার সবজির কথা বিস্তারিত বলছি: বেশির ভাগক্ষেত্রে আমরা সবজির গুনগত মান না জেনেই ভিটামিনও খনিজ লবণ পাওয়ার জন্য খেয়ে থাকি। অথচ সবজির মধ্যে যে ভালো খারাপ দুটিরই প্রভাব বিদ্যমান। যেমন- রক্তস্বপ্লতা দূর করতে কচুর শাক, লাল শাক, পালংকশাক, বিট, লেটুসপাতা যতটা উপকারী কিডনিতে পাথর হলে পালংশাক, পুঁইশাক, টমেটো, বিট, শজনেপাতা, কচু, কচুর শাক কলার মোচা, মিষ্টি আলু ততটাই অপকারী।

পক্ষান্তরে কাঁচাপেঁপে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হলেও বাঁধাকপি, মুলা, শিম, মটরশুঁটি পরিপাকে অসুবিধা সৃষ্টি করে বলে গ্যাসট্রাইটিস বেড়ে যায়। আবার প্রত্যহ তেতো সবজি করলা ও তেতো পাটশাক খাবারে রুচি বাড়ায় ও মেদ বৃদ্ধির আশঙ্কা কমায়। অন্যদিকে অজীর্ণতা এবং ডায়রিয়া জনিত সমস্যাতে আঁশযুক্ত সবজি বর্জনকরা শ্রেয়।

এই অর্থে আমি কথাগুলো ব্যয় করলাম যে, আমাদের দেশে শতকরা ৯০% মানুষ স্বাস্থ্যের উপর সবজির প্রভাব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। আশা করছি আমার এই লেখা পাঠ করে তারা ব্যক্তিগত জীবনে সঠিক খাদ্যাভাস গড়ে তুলতে আগ্রহী হবে।

এফ.আর. আল-মামুন
প্রযত্নে: মো. সেকেন্দার আলী
শতদল বেতার শ্রোতা ক্লাব
গ্রাম ও ডাকঘর: ওয়ালিয়া
উপজেলা: লালপুর, জেলা: নাটোর

লেখার শুরুতে আমার সালাম গ্রহণ করবেন। আমি বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান নিয়মিত শুনি। বেতার আমার প্রাণ। কারণ, বেতার একদিন না শুনলে আমার খুবই কষ্ট হয়। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ইনশাল্লাহ বেতার নিয়মিত শুনবো। আমি ছাত্র। বেতার শুনতে পরিবার থেকে বাঁধা আসে।

তুবও বাঁধা বিপত্তি দূর করে বেতার শুনি। এছাড়া আমি বেতার বাংলার নিয়মিত গ্রাহক। বেতার বাংলা ফাল্গুন-চৈত্র ১৪১৮ সংখ্যাটি ভীষণ ভাল লেগেছে। একটা কবিতা পাঠালাম অনুগ্রহ করে প্রকাশ করে আমাকে ধন্য করবেন।

সেই রাত্রি

২৫ শে মার্চ কালো রাত্রি কেউ ঘুমে কেউ জেগে,
মায়ের কোলে ছোট্ট শিশু না ঘুমিয়ে কাঁদে।
কাঁদিসনারে সোনা মানিক দু'নয়নের ধন,
চারদিকটা খুবই নীরব ঘুমাও দিয়ে মন।
মায়ের কথা শেষ না হতেই হঠাৎ কেঁপে ওঠে,
চারদিকেতে ভীষণ জোরে গুলির শব্দ ফোটে।
একটু আগে যে মেঘটা ছিল রংধনুতে আঁকা
সেই এখন কেন ভয় ত্রাসে ঢাকা।
মা-টি তখন আপন কোলে নিজ শিশুকে নিয়ে,
ঘুমাবো কোথায় কোন ঘরে ভাবছে মন দিয়ে।
ধনটি আমার মর্ত মাঝে গভীর ঘুমে আছে।

মো. মেহেদী হাসান বাঁধন
সভাপতি বাংলাদেশ রংধনু বেতার শ্রোতা সংঘ
গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর: চৌরঙ্গী বাজার
উপজেলা: কুমারখালী
জেলা: কুষ্টিয়া

এক সকালে

কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। সর্বত্র ঘন কুয়াশা। দূরের জিনিস কদাচিৎ দেখা যাচ্ছে। ঘাসের ওপর কুয়াশার বিন্দু। হাঁটতেই পায়ে লেগে যাচ্ছে কুয়াশার স্বচ্ছ ফোটা ফোটা জল। সবিমিলে যেন এক মিষ্টি শীতের সকাল।

ঘন্টাখানেক পর পূবের আকাশে থালার মত রক্তিম সূর্যের দেখা মিলল। সূর্য তার নিজস্ব বলে, দূরন্ত গতিতে আকাশের বুকে ঠাঁই করে নিচ্ছে। আর তাতেই কুয়াশার যেন নাজেহাল অবস্থা। সূর্যের আলোর সাথে পেরে উঠতে পারছে না। সূর্য উদয়ের মধ্যদিয়ে যেন প্রকৃতিতে সোনা-মাখা চিক্‌চিক্ আলো খেলার ঘন্টা শুরু হল। মুহূর্তের মধ্যে প্রকৃতি এক অপরূপ সাজ ধারণ করল। প্রকৃতি নিঃস্বার্থভাবে তার রূপ উজার করে বিলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এই আমাদেরকে। আর এই প্রকৃতির দানে আনন্দে মোহিত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গেয়ে উঠেন–

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে-আমার জন্মভূমি।

কুয়াশা এখনও পুরো কাটেনি। প্রতিটি ঘাসের ডগায় গাছের পাতায় কুয়াশার সোনা মাখা চিক্‌চিক্ আলো খেলা চলছে এখনও। হাঁটতে হাঁটতে তাদের এ আলো। খেলা দেখতেছি। কিছুদূর হাঁটতেই চোখে পড়ল ধানক্ষেত্রের বিশাল জায়গা। পুরো মাঠ জুড়ে ধানের চারা আর চারা। হয়ত সপ্তাহ দুয়েক পূর্বে ধানের চারাগুলো লাগিয়েছে। দূর থেকে ক্ষেতগুলো বেশ সবুজ দেখায়। বিস্তৃত সবুজের সমারোহ বললেও ভুল হবে না।

চারিদিকে তাকাতেই চোখ আটকে গেল এক ধানের গুচ্ছে। এ ধানের গুচ্ছ এক ভিন্নরূপে। তার ডগায় কয়েক বিন্দু শিশিরে অবস্থান। সূর্যের আলো পড়ায় এক অন্যরকম সুন্দরে আবহে ঝলসে আছে। দেখতে বেশ ভাল লাগছিল। ভাল লাগাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য ছবি তোলার ইচ্ছে পোষণ করলাম। আর যেই কথা সেই কাজ। পকেট থেকে মুঠোফোনটি বের করলাম। মুঠোফোনটি হাতে নিয়ে ছবি তোলার প্রস্তুতি নিলাম। যেইমাত্র ছবি তুলব তখনই এক হালকা বাতাসে মাটির সাথে মিলে গেল শিশির বিন্দু। ক্ষণিকেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আসলে, এ মুহূর্ত ভাবতেই বাস্তব জীবনের কথা মনে পড়ে গেল। এ শিশির বিন্দুর ন্যায় যেন বাস্তব জীবন তথা মানব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই মুহূর্তের সাথে মানব জীবনের দারুণ মিল। এ যেন বাস্তব জীবনেরই শামিল

মো. সজীব তালুকদার
এস.এস.সি পরীক্ষার্থী (২০১২)
ধূল্যা ভোবন মোহন উচ্চবিদ্যালয়
বাছট, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

নতুন গ্রাহকদের তালিকা

৪৮২। মো. বায়েজীদ
পিতা: নূর মোহাম্মদ হাওলাদার
গ্রাম ও ডাক: উত্তর কড়াপুর
উপজেলা: বরিশাল সদর
জেলা: বরিশাল

৪৮৩। মোসা. ললিতা আক্তার
প্রযত্নে: খলিলুর রহমান
গ্রাম: মিনার গ্রাম
ডাক ও উপজেলা: নগরকান্দা
জেলা: ফরিদপুর

৪৮৪। মারিয়া সুলতানা আশা
সহ প্রচার সম্পাদিকা
বাংলাদেশ বিহঙ্গ বেতার শ্রোতা সংঘ
প্রযত্নে: মো. দুলাল মিয়া
গ্রাম: বাগের হাট
পো: বায়েদ দরগা বাজার
উপজেলা: কাপাসিয়া
জেলা: গাজীপুর

৪৮৫। মো. সাইফুল ইসলাম মানিক
সহ সঙ্গীত সম্পাদক
বাংলাদেশ বিহঙ্গ বেতার শ্রোতা সংঘ
পো: চকবাজার, উপজেলা: কতোয়ালী
জেলা: কুমিল্লা

৪৮৬। সুরাইয়া আক্তার
জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদিকা
বাংলাদেশ বিহঙ্গ বেতার শ্রোতা সংঘ
প্রযত্নে: আবদুল হক পাটোয়ারী, জামি লতা
কাঈমুদ্দীন বেপারী বাড়ী, ভোলা সদর
জেলা: ভোলা

৪৮৭। মো. পারভেজ মোল্লা
গ্রাম: কাদির পাড়া
ডাকঘর: নওপাড়া
উপজেলা: মধুখালী
জেলা: ফরিদপুর

৪৮৮। কেয়া আফরিন সাথী
বাঁধন বেতার শ্রোতা সংঘ
প্রযত্নে: মো. কাশেম শেখ
গ্রাম: বেতবাড়ীয়া, ডাক: সোনাপুর
উপজেলা: মধুখালী
জেলা: রাজবাড়ী

৪৮৯। মো. আল আমিন শেখ
পিতা: মৃত. মো. সাইফুল ইসলাম
গ্রাম: উত্তর সারুটিয়া
পো: শিয়াল কোল
উপজেলা ও জেলা: সিরাজগঞ্জ

৪৯০। হাসিনা আক্তার তৃষ্ণা
সভাপতি
অনির্বাণ বেতার শ্রোতা সংঘ
গ্রাম: বৈঠামারী স্কুল বাড়ী
ডাক: অষ্টাধর বাজার
উপজেলা: কোতয়ালী সদর ময়মনসিং

৪৯১। সোহাগ শেখ রুদ্র
সাধারণ সম্পাদক
অনির্বাণ বেতার শ্রোতা সংঘ
গ্রাম: শড়াতলা
ডাক: ডৌয়া তলা
উপজেলা ও জেলা: নড়াইল

৪৯২। ফাতেমা আক্তার জুলি
গ্রাম: বড়েঙ্গা
পো. বেড়েঙ্গা কেশবপুর
জেলা: যশোর

৪৯৩। মো. লালন মাহমুদ
পিতা: মো. আ. রাজ্জাক
গ্রাম: শিল মতিয়া
পো: পচা মতিয়া
উপজেলা: কুঠিয়া
জেলা: রাজশাহী

৪৯৪। মো. সুলতান মাহমুদ
গ্রাম: কাঁক শিয়ালী
পোঃ ও উপজেলা: কালিগঞ্জ
জেলা: সাতক্ষীরা

৪৯৫। ডা. অসীম কুমার মিস্ত্রী
গ্রাম: খুটিকাট , পোঃ পদ্মপুকুর
উপজেলা: শ্যামনগর
জেলা: সাতক্ষীরা

৪৯৫ এর পরে ৫১৯ পর্যন্ত গ্রাহকদের তালিকা গত সংখ্যায় ছাপা হয়েছে

৫২০। সারোয়ার জাহান মহসিন
সাধারণ সম্পাদক
জননী বেতার শ্রোতা সংঘ
গ্রাম: জয় বিষ্ণুপুর
পো: সুখিয়া
উপজেলা: পাকুন্দিয়া
জেলা: কিশোরগঞ্জ

৫২১। হাসান আল বেরুনী
সাং ও পোস্ট: বসন্তপুর
শৈলকুপা, জেলা: ঝিনাইদহ

৫২২। ফয়সাল রহমান
হাসান নগর, কামরাঙ্গীচর
আবু সাইদের বাজার
ইমান হোসেনের বাড়ী

৫২৩। মোসা. দিলরুবা আক্তার দ্বীপ্তি
পিতা. মো. দুলাল হোসেন
গ্রাম: গঙ্গাদাস, পো. হরিদেবপুর
উপজেলা: সদর, জেলা: রংপুর

৫২৪। এ এস মজনু বিশ্বাস
প্রচার সম্পাদক ফ্রেন্ডশিপ বেতার শ্রোতা সংঘ
গ্রাম: কোদালিয়া, পো: চিথলিয়া, উপজেলা: দৌলতপুর
জেলা: কুষ্টিয়া

৫২৫। মো. রমজান আলী
পিতা: মো. আ. ছামাদ
গ্রাম: দুর্গাপুর, পো: গাড়াদহ-৬৭৭০
উপজেলা: শাহজাদপুর
জেলা: সিরাজগঞ্জ

৫২৬। মাস্টার রমেশ চন্দ্র মন্ডল
গ্রাম ও পো: ছোট সন্ন্যাসী
উপজেলা: রামপাল
জেলা: বাগের হাট

৫২৭। সুমা আক্তার
ডাঙ্গা কামদিয়া তুগোল
দিয়াসালা, জেলা: ফরিদপুর

৫২৮। মো. শান্ত ইসলাম বাবু
গ্রাম: পশ্চিম মোসলেমাবাদ
থাইগেনী পাড়া
উপজেলা: মাদারগঞ্জ
জেলা: জামালপুর

৫২৯। মোসা. শিউলি খাতুন চৌধুরী
প্রযত্নে: নজরুল ইসলাম চৌধুরী
গ্রাম: মক্রমপুর নোয়াবাড়ী
পো: হিয়ালা, উপজেলা: বানিয়াচং
জেলা: হবিগঞ্জ

৫৩০। মো. হারুনুর রশিদ
গ্রাম: পশ্চিম সুলতানপুর
পো: ডানোর দীঘি
জেলা: দিনাজপুর

৫৩১। গোলাম মোস্তফা
নবীনগর এতিমখানা
গ্রাম: নবীনগর গদখালি
ঝিকরগাছা, যশোর-৭৪২০

৫৩২। সুফিয়া খাতুন
৪৮ নং লক্ষীপুর
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
ডাক: খাজুর, উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ

৫৩৩। মো. আ. রহমান
গ্রাম: মহম্মদপুর
উপজেলা: মেলান্দহ
জেলা: জামালপুর

৫৩৪। মো. মাজেদুল ইসলাম
সদস্য সোনালী স্বদেশ বেতার শ্রোতাসংঘ
গ্রাম: ছিলিমপুর নেওপাড়া
পো: বীরতাম ধামইরহাট
জেলা: নওগাঁ

৫৩৫। মুরাদ (চিত্র অভিনেতা)
আশেক মহল
গ্রাম: আলী নগর
উপজেলা: সরাইল
জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৫৩৬। সাজ্জাদ হোসেন খান
২৫১, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট
কাঠাল বাগান ঢাকা-১২০৫

৫৩৭। মো. জাকারিয়া পারভেজ
সভাপতি, স্বপ্নের ভালোবাসা বেতার শ্রোতা সংঘ
গ্রাম: আড়পাড়া, ডাক: চরসেলামতপুর
উপজেলা: মোহাম্মদপুর
জেলা: মাগুরা

৫৩৮। মো. সিরাজুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
সরকারী বি.এল. কলেজ
খুলনা: ৯২০২

৫৩৯। শাহরিয়ার কবির জিহাদ
প্রযত্নে: মো. রবিউল আলম
গ্রাম: ঘাটনগর, মোল্যাপাড়া
ডাক: শিশাহাট, ভায়া: পত্নীতলা
পোরশা: নওগাঁ

৫৪০। মনিরুজ্জামান ভূইয়া
রোড নং-৭, বাসা-১০/২ এ (৩য় তলা)
ব্লক-এ, মিরপুর-১০
ঢাকা-১২১৬

৫৪১। মনির হোসেন জীবন
সাধারণ সম্পাদক
নিশাত বেতার শ্রোতা সংঘ
গ্রাম ও ডাক: কৈয়াদী ভালুকা
জেলা: ময়মনসিংহ

৫৪২। নিমাই চন্দ্র রায়
প্রযত্নে: গোপাল চন্দ্র রায়
গ্রাম: বেঙ্গল পাড়া
পো: লক্ষীরহাট দেবীগঞ্জ
জেলা: পঞ্চগড়

৫৪৩। মো. ফিরোজ মাহমুদ হৃদয়
যমুনা আনন্দ আনন্দ রেডিও শ্রোতা ক্লাব
গ্রাম: বড়বেড়া খারুয়া
ডাক: রাজাপুর-৬৭৪২
উপজেলা: বেলকুচি
জেলা: সিরাজগঞ্জ

৫৪৪। বিপুল তালুকদার
প্রযত্নে: আবদুল মহিত মনজিল
মোহনা বি-৩৭ করের পাড়া
জেলা: সিলেট

৫৪৫। মো. জসিম উদ্দিন বিশাল
প্রজাপতি বেতার শ্রোতা সংঘ
গ্রাম: চর শালগী
পো: বৈরাগীর চর
উপজেলা: কটিয়াদী
জেলা: কিশোরগঞ্জ

৫৪৬। মো. সবুজ আলী
সদস্য জ্ঞান বিকাশ কেন্দ্র রেডিও ক্লাব
নন্দী গ্রাম, ভাগনাগড় কান্দী, আত্রাই
জেলা: নওগাঁ

৫৪৭। মো. নুরুল ইসলাম শাকিল
সভাপতি, মায়ের মমতা বেতার শ্রোতা সংঘ
গ্রাম: জোড়া দিঘী ডাইলাবাড়ী
ফুলমালীর চালা, উপজেলা: ঘাটাইল
জেলা: টাংগাইল

৫৪৮। মাহানুর উর্মি
প্রযত্নে: মো. মোকতার হোসেন নুরী

গ্রাম: উত্তর হলদিয়া, ডাক: হলদিয়া
উপজেলা: লৌহজং
জেলা: মুন্সীগঞ্জ

৫৪৯। মো. নাছির উদ্দীন কিরণ
প্রযত্নে: হাজী ইয়াছিন আলী
গ্রাম: আলিয়ারপুর, ডাক: করিয়ামারা
জেলা: সিরাজগঞ্জ

৫৫০। মো. হুমায়ূন কবীর
গ্রাম: নগরবাড়ী আকন্দপাড়া
পো. পোড়াবাড়ী, উপজেলা: ঘাটাইল
জেলা: টাংগাইল

৫৫১। মো. শামিম রেজা
সভাপতি, সোনালী স্বদেশ বেতার শ্রোতা সংঘ
গ্রাম: তাহেরপুর, পো: বীরগ্রাম
উপজেলা: ধামইরহাট, জেলা: নওগাঁ

৫৫২। মো. আ. ওহাব প্রধান সম্রাট
সদস্য বাংলাদেশ বিহঙ্গ বেতার শ্রোতা সংঘ
গ্রাম: কুকি বাজিত
ডাক: বাড়িয়া হাট, শিবগঞ্জ, জেলা: বগুড়া

৫৫৩। মো. সিরাজুল হক তন্তার
গ্রাম ও পো: পেয়ারপুর
উপজেলা ও জেলা: মাদারীপুর

৫৫৪। মো. আবু সেলিম
গ্রাম: বড়ইচারা
ডাক: চৌরঙ্গী বাজার
উপজেলা; কুমারখালী
জেলা: কুষ্টিয়া

৫৫৫। মো. সুরুজ্জামান তরফদার
রেডিওফ্যান ক্লাব
গ্রাম: কান্দারপাড়া
জেলা: জামালপুর

৫৫৬। মো. নুরুজ্জামান ইসলাম
প্রযত্নে: মোয়াজ্জেম হোসেন
গ্রাম: বাদা উচ্চ, পো: মোলাম গাড়ী হাট
ভায়া: ক্ষেতলাল
জেলা: জয়পুর হাট

বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলের অবদান

১। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ১ লাখ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করেছিলেন।
২। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য চাল-ডালসহ পূর্ণাঙ্গ রেশন-ব্যবস্থা চালু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।
৩। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যবই এবং গরিব মেধাবি শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে পোষাক প্রদান করেছিলেন।
৪। বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ঘোষণা দিয়েছিলেন।
৫। স্বাধীনতা পরবর্তী ৪৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগ এবং ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ১৫ হাজার নতুন বিদ্যালয় সরকারিকরণ করেছিলেন।
৬। বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অধ্যাদেশ প্রদান করেন।
৭। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।
৮। রিক্সা শ্রমিকদের জন্য সমবায় পদ্ধতিতে অটোরিক্সা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।
৯। বঙ্গবন্ধু বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য টঙ্গী, মিরপুর, ভাসানটেক ও ডেমরাসহ বিভিন্ন এলাকায় জায়গা বরাদ্দ করেছিলেন।
১০। ইসলাম বিরোধী কাজ বিবেচনা করে রমনা রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়দৌড় বন্ধ করে ময়দানটিকে উদ্যানে পরিণত করেছিলেন। এখন এটিরই নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।
১১। ভিক্ষাবৃত্তি ও দৈহিক ব্যবসাকে সমাজ ও ইসলাম বিরোধী কাজ বলে বঙ্গবন্ধু ভিক্ষুক ও পতিতাদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।
১২। আইন করে সরকারি পর্যায়ে মদ তৈরি ও আমদানি বন্ধ করেছিলেন।
১৩। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গড়ে তোলেন।
১৪। বঙ্গবন্ধু টঙ্গীতে বিশ্ব এজতেমার জন্য জমি বরাদ্দ করেছিলেন।
১৫। মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেন।
১৬। শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থে শ্রম আদালত পুনর্গঠন করেছিলেন।
১৭। হকারদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু হকার মার্কেট প্রতিষ্ঠা করেন।
১৮। ২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ এবং ১০০ বিঘা জমির সিলিং ধার্য করেছিলেন।
১৯। মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ২৫০ ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ এবং বিধ্বস্ত কল-কারখানা ও রাস্তাঘাট পুনর্নির্মাণ ও মেরামত বঙ্গবন্ধুর সময়েই হয়েছিল।
২১। সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।
২২। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন।
২৩। ১৯৭২ সালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন।
২৪। দেশের উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বঙ্গবন্ধু যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাপান সরকারের কাছে এই সেতু নির্মাণের প্রস্তাব দেন।